

## FQH = 9

## মৃত পশুর চামড়া সংক্রান্ত বিধান:

❑ যে কোনো মৃত পশুর চামড়া (যা জীবিতাবস্থায় যবাই করে খাওয়া হালাল) দাবাগত (শুকিয়ে বা কোনো মেডিসিন ব্যবহার করে দূর্গন্ধমুক্ত করে নেওয়া) করে নিলে তা পাক হয়ে যাবে।

উম্মুল মুমিনীন সাওদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا تَنَتُّ لَنَا شَاةٌ فَدَبَعْنَاهَا مَسْكَةً ثُمَّ مَزَلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَتًّا.

“আমাদের একটি ছাগল মরে গেলে ওর চামড়া দাবাগত করে আমরা একটি মশক বানিয়ে নিয়েছিলাম। যাতে আমরা নাবীয (খেজুর পানিতে ভিজিয়ে যা তৈরি করা হয়) তৈরি করতাম। এমনকি মশকটি পুরাতন হয়ে যায়।” বুখারী, ৬৬৮৬  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ.

“কোনো কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।” সহীহ মুসলিম, ৩৬৬

উপরোক্ত হাদীসটি শূকর (ও কুকুর) ব্যতীত যবেহ করে খাওয়া হালাল বা হারাম যে কোনো ধরনের পশুর চামড়া দাবাগত করলে পবিত্র হয়ে যায় তা প্রমাণ করে।

তবে যে পশুরা নিজ শিকারকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে (হিংস্র প্রাণী) খায় ওদের চামড়া কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

আবুল মালীহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিঁড়ে-ফুঁড়ে (হিংস্র প্রাণী) খায় এমন পশুদের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।” আবু দাউদ, ৪১৩২

❑ মৃত পশুপাখির কেশ, পশম, লোম ইত্যাদি পবিত্র। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

“তেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পশুদের পশম, লোম ও কেশ হতে ক্ষণকালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ” সূরা আন-নাহল, ৮০

## শক্ত ধাতব বস্তু পাক করার নিয়ম

আয়না, চাকু, ছুরি, লোহা, তামা, কাঁসা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রভৃতি নাপাক হয়ে গেলে উত্তমরূপে ধৌত করে নাপাকি দূর করে ফেললেই তা পাক হয়ে যাবে।

(আর যে সমস্ত জিনিস ধৌত করা সম্ভব নয় যেমন, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি। তাতে নাপাকি লাগলে পাক করার পদ্ধতি হলো, উত্তমরূপে ভেজা কাপড় দিয়ে মোছার মাধ্যমে নাপাকি দূর করে ফেললেই তা পাক হয়ে যাবে)।

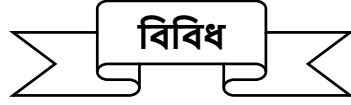
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَدَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

“তোমাদের কেউ নিজ জুতা দিয়ে ময়লা (নাপাকী) মাড়িয়ে গেলে পরবর্তী পবিত্র মাটির ঘর্ষণ উহাকে পবিত্র করে দিবে”  
আবু দাউদ ৩৮৫

### শরীর পাক করার নিয়ম

- ❑ শরীরে কোনো অঙ্গে নাজাসাতে হাকিকী লাগলে ঐ স্থানটি তিনবার ধুয়ে নাপাকি দূর করে ফেললে তা পাক হয়ে যাবে।
- ❑ যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে এতটুকু ধুলে যথেষ্ট হবে যাতে পরিস্কার পানি বের হতে থাকে, রং তুলে ফেলা জরুরী নয়।
- ❑ যদি ক্ষতের মধ্যে কোন নাপাক জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হয় তারপর ক্ষত ভালো হয়ে গেল, তাহলে ঐ নাপাক জিনিস বের করে ফেলার দরকার নেই। শুধু শরীরে বাহ্যিক অংশ ধুলেই শরীর পাক হয়ে যাবে। যদি হাড় ভেঙ্গে যায় তার স্থানে যদি নাপাক হাড় বসানো হয়, অথবা ক্ষতস্থান নাপাক জিনিস দিয়ে সেলাই করা হয়, অথবা ভাঙ্গা দাঁত কোন জিনিস দিয়ে জমিয়ে দেয়া হলো; এ সকল অবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর তিনবার পানি দিয়ে ধুলেই পাক হয়ে যাবে।
- ❑ শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত কিছু মালিশ করার পর শুধু তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পাক হয়ে যাবে। তৈলাক্ততা দূর করার প্রয়োজন নেই।



- ❑ মাছ, মাছি, মশা, ছারপোকাকার রক্ত নাপাক নয়। শরীর এবং কাপড়ে তা লাগলে নাপাক হবে না।
- ❑ চাটাই বা এ ধরনের কোন বিছানার এক অংশ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হলে পাক অংশের উপর নামায পড়া জায়েজ আছে।
- ❑ হাত, পা এবং চুলে মেহেদী লাগাবার পর মনে হলো যে মেহেদী নাপাক ছিল। তখন তিন বার ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যাবে, মেহেদীর রং উঠাবার প্রয়োজন নেই।
- ❑ কুকুরের লাল নাপাক কিন্তু শরীর নাপাক নয়। সুতরাং কুকুর যদি কারোর শরীর অথবা কাপড় ছুয়ে দেয় আর যদি তার গা ভিজাও হয়, তথাপি কাপড় বা শরীর নাপাক হবে না কিন্তু কুকুরের গায়ে নাপাকী লেগে থাকলে তখন সে ছুলে কাপড় বা শরীর নাপাক হয়ে যাবে।
- ❑ এমন মোটা তত্ত্বা যে তা মাঝখানে থেকে ফাঁড়া যাবে তাতে নাজাসাত লাগলে উল্টা দিকের উপর নামায পড়া যাবে।
- ❑ মানুষের ঘাম পাক সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান এবং কোন স্ত্রী লোক হয়েও ও নেফাসের অবস্থায় হোক না কেন তার ঘাম পাক, ঐ ব্যক্তির ঘামও পাক যার উপর গোসল করা ফরজ।
- ❑ নাজাসাত জ্বালায়ে তার আগুন বা ধোয়া দিয়ে কোন কিছু রান্না করলে তা পাক। আবার নাজাসাত থেকে উথিত বাষ্পও পাক।
- ❑ ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ দিয়ে যেই লাল বের হয়ে যদি তা শরীর এবং কাপড়ে লাগে তা পাক থাকবে।

